রাম শরণ শর্মা

প্রাচীন ভারত

ভাষান্তর ঃ সুমন চট্টোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায় : প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসের গুরুত্ব	১-৩
দ্বিতীয় অধ্যায় : প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের উপাদান বাস্তব উপাদান, মুদ্রা, শিলালিপি, সাহিত্যিক উপাদান, বৈদেশিক বিবরণ, ইতিহাস চেতনা।	৪-১৩
তৃতীয় অধ্যায় : ভৌগোলিক প্রেক্ষাপট	১৪-২০
চতুর্থ অধ্যায় : প্রস্তর যুগ প্রাচীন প্রস্তর যুগ, প্রত্নপ্রস্তর যুগের বিভিন্ন অধ্যায়, মধ্য প্রস্তর যুগ, নব্যপ্রস্তর যুগ।	২১-২৬
পঞ্চম অধ্যায় : তাম্র প্রস্তর যুগ তাম্রপ্রস্তর যুগের উপনিবেশ, তাম্র প্রস্তর যুগের সভ্যতা, তাম্র প্রস্তর যুগের গুরুত্ব, তাম্র প্রস্তর যুগের দুর্বলতা, ভারতবর্ষে তাম্র যুগ।	২৭-৩৩
ষষ্ঠ অধ্যায় : সিন্ধু সভ্যতা ভৌগোলিকসীমা, নগর পরিকল্পনা, কৃষিকার্য, পশুপালন, কারিগরি ও প্রযুক্তি, ব্যবসা বাণিজ্য, রাজনৈতিক সংগঠন, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, সিন্ধু উপত্যকার পুরুষ দেবতা, গাছপালা ও জীবজন্তুর উপাসনা, সিন্ধু সভ্যতার লিপি, ওজন ও পরিমাপ, সিন্ধুসভ্যতার মৃৎ শিল্প, সীলমোহর, মূর্তি, টেরাকোটা মূর্তি, উৎপত্তি, প্রসার ও পতন।	৩৪-৪৪
সপ্তম অধ্যায় : আর্যদের আবির্ভাব ও ঋগ্বেদের যুগ আদি বাসস্থান ও পরিচয়, উপজাতি সংঘর্ষ, জীবনযাত্রা, উপজাতীয় প্রশাসন, উপজাতি পরিবার, সামাজিক বৈষম্য, ঋগ্বেদের যুগের দেবতা।	৪৫-৫৩
অষ্টম অধ্যায় : পরবর্তী বৈদিক যুগ : রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসের পথে উত্তরণ পরবর্তী বৈদিক যুগের প্রসার, পরবর্তী বৈদিক যুগের অর্থনীতি, রাজনৈতিক সংগঠন, সামাজিক সংগঠন, দেবতা, আচার অনুষ্ঠান ও দর্শন।	৫৪-৬৩
নবম অধ্যায় : জৈন ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম উদ্ভবের কারণ, মহাবীর ও জৈনধর্ম, জৈন ধর্মের উপদেশ বা মতবাদ, জৈনধর্মের বিস্তার, জৈন ধর্মের অবদান, গৌতম বুদ্ধ ও বৌদ্ধ ধর্ম,	৬৪-৭৬

বৌদ্ধধর্মের মতবাদ, বৌদ্ধ ধর্মের বৈশিষ্ট্য এবং বিস্তারলাভের কারণ, বৌদ্ধধর্মের অবক্ষয়ের কারণ, বৌদ্ধ ধর্মের গুরুত্ব ও প্রভাব

দশম অধ্যায় : আঞ্চলিক রাজ্যসমূহ এবং প্রথম মগধ সাম্রাজ্য ৭৭-৮৩

মহাজনপদ, মগধ সাম্রাজ্যের উত্থান ও বিস্তার।

একাদশ অধ্যায় : ইরানীয় ও ম্যাসিডোনীয় অভিযান ৮৪-৮৮

ইরানীয় অভিযান, সংযোগের ফলাফল, আলেকজান্ডার অভিযান, আলেকজান্ডারের অভিযানের ফলাফল।

দ্বাদশ অধ্যায় : বুদ্ধের যুগে রাষ্ট্র ও বর্ণসমাজ ৮৯-৯৭

জীবনযাত্রা, শাসন ব্যবস্থা, সামরিক বাহিনী ও কর ব্যবস্থা, প্রজাতান্ত্রিক পরীক্ষা নিরীক্ষা, সামাজিক ব্যবস্থা ও আইন প্রণয়ন।

ত্রয়োদশ অধ্যায় : মৌর্য যুগ ৯৮-১০৪

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, সাম্রাজ্যের সংগঠন, অশোক (২৭৩-২৩২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) অশোকের শিলালিপি, কলিঙ্গ যুদ্ধের প্রভাব, অভ্যন্তরীণ নীতি ও বৌদ্ধধর্ম, ইতিহাসে অশোকের স্থান।

চতুর্দশ অধ্যায় : মৌর্য যুগের গুরুত্ব ১০৫-১১৩

রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ, অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ, সাংস্কৃতিক প্রসার, মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের কারণ, ব্রাহ্মণদের প্রতিক্রিয়া, অর্থনৈতিক সঙ্কট, অত্যাচারী শাসন, প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে নতুন জ্ঞানের বিস্তার, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল উপেক্ষা।

পঞ্চদশ অধ্যায় : মধ্য এশিয়ার সঙ্গে সংযোগ ও তার ফলাফল ১১৪-১২২

ইন্দো-গ্রীক, শক, পার্থিয়ান, কুশাণ, মধ্য এশীয় সংযোগের প্রভাব, ব্যবসা বাণিজ্য ও প্রযুক্তি, রাজনৈতিক সংগঠন, ধর্ম, মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের উদ্ভব, গান্ধার শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি।

ষোড়শ অধ্যায় : সাতবাহন যুগ ১২৩-১২৮

রাজনৈতিক ইতিহাস, সাংস্কৃতিক বিভিন্ন দিক, সামাজিক সংগঠন, শাসন প্রণালী, ধর্ম, ভাস্কর্য, ভাষা।

সপ্তদশ অধ্যায় : সুদূর দক্ষিণে ইতিহাসের অভ্যুদয় ১২৯-১৩৫

মেগালিথিক প্রেক্ষাপট, তিনটি রাজ্য, কোষাগার ও সামরিক শক্তি, সামাজিক শ্রেণীর অভ্যুত্থান, ব্রাহ্মণদের উদ্ভব, তামিল ভাষা ও সঙ্গম সাহিত্য।

অষ্টাদশ অধ্যায় : মৌর্যোত্তর যুগে কারিগরি, বাণিজ্য ও নগর ১৩৬-১৪১

কারিগরি, নগর উপনিবেশ।

উনবিংশ অধ্যায় : গুপ্ত সাম্রাজ্যের উত্থান ও সমৃদ্ধি ১৪২-১৪৭

প্রেক্ষাপট, সমুদ্রগুপ্ত, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন।

বিংশ অধ্যায় : গুপ্ত যুগের জীবনযাত্রা ১৪৮-১৫৬

শাসন প্রণালী, বাণিজ্যের অবনতি এবং ভূমধ্যকারী শ্রেণীর উত্থান, সামাজিক উন্নয়ন, বৌদ্ধধর্ম এবং ব্রাহ্মণ্যধর্ম, শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি।

একবিংশ অধ্যায় : পূর্ব ভারতে সভ্যতার বিস্তার ১৫৭-১৬৪

সভ্যতার ইঙ্গিত, ওড়িশা এবং পূর্ব ও দক্ষিণ মধ্যপ্রদেশ, বঙ্গভূমি, আসাম, গঠনমূলক অধ্যায়।

দ্বাবিংশ অধ্যায় : হর্ষবর্ধন ও তাঁর যুগ ১৬৫-১৬৯

হর্ষের রাজ্য, প্রশাসন, হিউয়েন সাং-এর বিবরণ, বৌদ্ধ ধর্ম ও নালন্দা।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় : উপদ্বীপে নতুন রাজ্যের উৎপত্তি এবং গ্রামীণ সম্প্রসারণ ১৭০-১৭৮

নতুন যুগের সূচনা, দক্ষিণ ভারত ও দাক্ষিণাত্যের রাজ্য, পল্লব ও চালুক্য বংশের সংঘর্ষ, মন্দির স্থাপত্য, কৃষকদের উপর চাপ, গ্রামীণ সম্প্রসারণ, সামাজিক শ্রেণী-বিন্যাস।

চতুর্বিংশ অধ্যায় : এশিয়ার সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ১৭৯-১৮২

পঞ্চবিংশ অধ্যায় : প্রাচীন যুগে সামাজিক বিবর্তন ১৮২-১৯০

সামাজিক সঙ্কট ও জমি দান প্রথার উৎস, কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের শিথিলতা, নতুন কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি, শহর সভ্যতা ও বাণিজ্যের অবনতি, বর্ণ প্রথার পরিবর্তন, সাংস্কৃতিক পরিবর্তন, ভক্তিবাদ ও তান্ত্রিকতা।

ষড়বিংশ অধ্যায় : সামাজিক বিবর্তনের ধারা ১৯১-১৯৭

উপজাতি ও গ্রাম-ভিত্তিক সভ্যতা, কৃষি ও সামাজিক মর্যাদার উৎস, বর্ণ প্রথা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা, সামাজিক সঙ্কট ও ভূ-স্বামীদের অভ্যুদয়, সারাংশ।

সপ্তবিংশ অধ্যায় : বিজ্ঞান ও সভ্যতার ক্ষেত্রে ভারতের অবদান ১৯৮-২০৪

ধর্ম ও সামাজিক শ্রেণীর সৃষ্টি, প্রাচীন ভারতের দর্শন, শিল্প, রাজনীতি, বিজ্ঞান ও গণিতশাস্ত্র, ভেষজ, ভূগোল, শিল্প ও সাহিত্য।